বিরাটের ফের অর্ধশতরানে দিল্লিকে হারিয়ে শীর্ষে আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও একটা অর্ধশতরানে ইনিংস বিরাটের। আরও একটা জয় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। দিল্লির বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেল আরসিবি। দিল্লি প্রথমে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১৬২ রান তোলে। জবাবে ৯ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। প্রথমে ব্যাট করে বিশাল স্কোর করতে পারেনি দিল্লি। দিল্লির হয়ে লোকেশ রাহুল তিনটি চারের সাহায্যে ৩৯ বলে সর্বাধিক ৪১ রান করেন। ট্রিস্টান স্টাবস করেন ১৮ বলে ৩৪। অভিষেক পোড়েল ১১ বলে ২৮, ফাফ দু প্লেসি ২৬ বলে ২২

পরপর অর্ধশতরানের ইনিংস খেলে চওড়া হাসি বিরাট কোহলি

রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে পাওয়ারপ্লে-র মধ্যেই তিন উইকেট হারায় আরসিবি। ৪ ওভারে স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ২৬। এরপর মন্থর পিচে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন বিরাট কোহলি ও ক্রুণাল পাণ্ডিয়া।কোহলি টানা তিনটি আইপিএল ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করলেন। চলতি আইপিএলে তাঁর ষষ্ঠ অর্ধশতরান, আইপিএল কেরিয়ারে ৬১তম। যা এলো ৪৫ বলে। কোহলির আগেই ৩৮ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ক্রুণাল পাণ্ডিয়া।কোহলি চারটি চারের সাহায্যে করেন ৪৭ বলে ৫১।*ক্রুণাল পাঁচটি চার ও চারটি ছয়ের সাহায্যে ৪৭ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন।* এই জয়ে ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছল আরসিবি।

সাংসদের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঁকুড়ায় হাজির সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা ময়দানে ছোট মাঠ যেমন ঘুরছেন, তেমন জেলায় জেলায় যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ ঘোরার পর রবিবার বাঁকুড়ায় গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রথমবার বাঁকুড়া সফর তাঁর। ফলে, প্রচণ্ড দাবদহের মধ্যেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা যায় বাঁকুড়াবাসীদের মধ্যে। বাঁকুড়া শহরের তামলিবাঁধ মাঠে বাঁকুড়া এমপকাপ টি ২০ টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন তিনি। সৌরভের সামনে ঐতিহাসিক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল বাঁকুড়া নাইট রাইডার্স বনাম বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি কিং। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় চাক্ষুস করার জন্য মাঠে দর্শকদের জন্য বিভিন্ন ব্লক করে দেওয়া হয়েছিল। ভিআইপি বক্সের পাশাপাশি ছিল সাধারণ দর্শক গ্যালারিও। বাঁকুড়ার লোকসভার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর আহ্বানেই বাঁকুড়া যান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরভকে দেখতে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বাঁকুড়ায়

নাইটদের কাছে পরের ৫ ম্যাচই ডু অর ডাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কেকেআরের প্লে অফে যাওয়ার আর কি কোনও আশা রয়েছে অজিঙ্কা রাহানেদের? আশা থাকলে সেটা কীভাবে সম্ভব? বলাই বাহুল্য, বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী কঠিন হয়ে গিয়েছে কেকেআরের আইপিএল প্লে-অফের রাস্তা।*বর্তমানে লিগ টেবিলে কেকেআর ৯ ম্যাচে ৩ জয়, ৫ হার ও একটি অমীমাংসীত ম্যাচের সৌজন্য ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে রয়েছে। গ্রুপ পর্বে অজিঙ্কে রাহানের দলের বাকি রয়েছে আরও ৫টি ম্যাচ। সাধারণ অঙ্কের বিচারে ১৬ পয়েন্ট পেলে সেই দলের প্লেঅফের টিকিট পাকা হয়ে যায়।*বর্তমানে লিগ টেবিলের সপ্তম স্থানে থাকা কেকেআরের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। প্লে-অফে যাওয়ার আশাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাকি থাকা পাঁচটি ম্যাচেই জয় পাওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই। যদি কেকেআর পরবর্তী প্রত্যেকটা ম্যাচে জয়লাভ করে, তাহলে তারা মোট ১৭ পয়েন্টে পৌঁছবে। সেক্ষেত্রে কেকেআর চোখ বন্ধ করে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। *কিন্তু, যদি তারা একটাও ম্যাচ হেরে যায়, সেক্ষেত্রে ১৫ পয়েন্টে তারা দাঁড়াবে। এই

পরিস্থিতিতে বাকি দলগুলোর ফলাফলের উপর তাদের নির্ভর করতে হবে। আর যদি পরবর্তী ২ ম্যাচে তারা হেরে যায়, তাহলে এই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হবে। তবে কেকেআরের বাকি পাঁচটি ম্যাচের ৩টি রয়েছে লিগ টেবিলে একেবারে নীচে থাকা সিএসকে, রাজস্থান ও হায়দরাবাদ। যাদের হারানো খুব একটা সমস্যা হওয়ার নয় কেকেআরের। বাকি দুটি ম্যাচ রয়েছে আরসিবি ও দিল্লির বিরুদ্ধে। যা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

সূর্যের ব্যাটিং, বুমরাহর বোলিংয়ে ফের জয় মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচে পাঁচ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। লখনউ সুপার জায়ান্টসকে একপেশে ম্যাচেই ৫৪ রানে হারিয়ে জয়যাত্রা অব্যাহত হার্দিকদের।* টসে হেরে ব্যাটিং পাওয়া মুম্বাই করে ৭ উইকেটে ২১৫ রান। রান তাড়ায় ২০ ওভারে ১৬১ রানে অলআউট হয়েছে লখনউ। ম্যাচে ব্যাট হাতে যেমন জ্বলে উঠল সূর্যকুমার, বল হাতে দুরন্ত জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করতে নেমে রায়ান রিকেলটন ৩২ বলে ৫৮ রান করেন। ইনিংসে ছিল ৬টি চার এবং ৪টি ছক্কা। এরপর শুরু হয় সূর্যকুমার যাদব। ২৮ বলে ৫৪ রান করেন চারটি করেন। চারটি করে চার এবং ছক্কা মারেন। শেষ দিকে মুম্বইয়ের রানকে ২০০-র গণ্ডি পার করাতে সাহায্য করলেন নমন ধীর,কর্বিন বোশ। নমন ধীর ১১ বলে ২৫, কর্বিন বোশ ১০ বলে ২০ রান করেন।

প্রত্যাবর্তনে ৪ ওভারে ৪০ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন মায়াঙ্ক। ব্যাটিং করতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি লখনউ সুপার জায়ান্টসের।* রান তাড়ায় ৬৪ রানের মধ্যে এইডেন মার্করাম (৯), নিকোলাস পুরান (২৭) ও ঋষভ পন্তকে (৪) হারালে আশা প্রায় শেষ হয়ে যায়। এরপর লখনউ দলের ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন আয়ুষ বাদোনি এবং পরিবর্ত হিসাবে নামা ডেভিড মিলার। তাঁরা দুই জনে পার্টনারশিপ তৈরি করে দলের রানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।*কিন্তু ৪ উইকেট নিয়ে লখনউকে আর এগোতে দেননি জসপ্রীত বুমরাহ। তিনি ছাড়াও বোল্ট ৩টি ও জ্যাকস নেন ২টি উইকেট। ১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট প্লাস ০.৮৮৯ রান রেট নিয়ে ২ নম্বরে উঠে এল মুম্বই। ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লখনউ থাকল ৬ নম্বরে।

বোস পরিবার দু'ভাগ, সৃঞ্জয়ের প্রতিপক্ষ শিবিরে গিয়েই দেবাশিসের হাত ধরলেন সৌমিক বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঙবদল সম্ভব নয়, তবে দলবদল তো করাই যায়। মোহনবাগান নির্বাচন ঘিরে সেই ছবিই দেখা গেল। তাতে বড় ধাক্কাই বোস পরিবারে। টুটু বসুর ছেলে সৃঞ্জয় বোস যখন বাগান সচিব দেবাশিস দত্তের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নামছেন, তখন উল্টো স্রোতে ভাসলেন বোস পরিবারের ছোট ছেলে

বাগানের বিজয়োৎসবে সৃঞ্জয়ের হাত ছেড়ে দেবাশিস দত্তকে নির্বাচনের আগে ভরসা দিলেন মিন্টু বাগ।

সৌমিক বোস। নির্বাচনে চমক দেখিয়ে তিনি দেবাশিস দত্তের হাতই শক্ত করলেন। কাশীপুর বরানগর মেম্বার্স ফোরামের আয়োজনে সবুজ মেরুন বিজয়োৎসবে দেবাশিস দত্তের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সৌমিক বোস ওরফে টুবলাই। দেবাশিস দত্তের কমিটিতেই ছিলেন টুবলাই। সভাপতি ছিলেন টুটু

টুটু বোসের ছোট ছেলে সৌমিক বোস প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন বাগান সচিব দেবাশিস দত্তের

বোস। এই নির্বাচনে টুটু বোসকে সামনে রেখে সৃঞ্জয় বোস প্রচার শুরু করলেও, শুরুতেই ধাক্কা খেলেন নিজের পরিবারের লোককে পাশে না পেয়ে। পাশাপাশি সৃঞ্জয় শিবির ছেড়ে দেবাশিস শিবিরে নাম লিখিয়ে ফেললেন মোহনবাগানের দীর্ঘদিনের সদস্য মিন্টু (বুড়ো) বাগ।

ইডেনে জয় দেখা হল না প্রীতি জিন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গতবারের আইপিএল জয়ী অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে দলে রাখেনি 'বীর' শাহরুখ খান। কেকেআরে ব্রাত্যকে যেন লুফে নিয়েছে 'জারা' প্রীতি জিন্টা। শ্রেয়সকে পাঞ্জাবের অধিনায়ক করে এখন নতুন স্বপ্ন প্রীতির। শনিবার বীর-এর দলের বিরুদ্ধে খেলা দেখতে ক্রিকেটের নন্দন কাননেও চলে এসেছিলেন। দুশো রানের বেশি স্কোর করেওভাগ্য সাথ দেয়নি তাঁর। বৃষ্টিতে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই খুশি থাকতে হয়েছে পাঞ্জাব মালকিনকে।

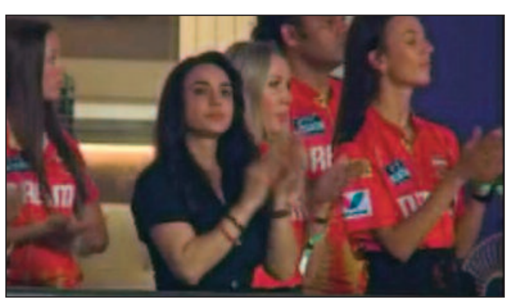

ডায়মন্ড হারবারের আই লিগ ২ জয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন সৌরভ পালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাজিত থেকেই আই লিগ ২ শেষ করল ডায়মন্ড হারবার এফসি। কিবু ভিকুনার দলের হাতে উঠল বহু প্রতীক্ষিত ট্রফি আই লিগ টু চ্যাম্পিয়ন ট্রফি। পহেলগাঁও ঘটনায় আলাদাভাবে বিজয়োৎসব না করলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তে সাক্ষী থাকলেন আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল। নৈহাটি স্টেডিয়ামে আই লিগ ২ ট্রফি হাতে পাওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও ভারতীয় ফুটবলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল। আইএফএ সহ সভাপতি ও সাদার্ন সমিতির অন্যতম কর্ণধার সৌরভ পাল তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'যখন কিবু ভিকুনা ও তার দলের ফুটবলারদের হাতে ট্রফি উঠলো তখন বাংলার একজন ক্রীড়াপ্রেমী হিসেবে সত্যিই খুব গর্ব হচ্ছিল.......'। এরপর তিনি লেখেন, 'ডায়মন্ডহারবার ফুটবল ক্লাবের এই জয় তো বাংলার জয়। মাত্র ৩ বছর আগে যাত্রা শুরু করে এইবছর অপরাজিত হিসেবে আই.লিগ ২ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য ডায়মন্ডহারবার ক্লাবের সকল ফুটবলার, প্রশিক্ষক, সাপোর্টিং স্টাফ সহ ক্লাবের সকল পদাধিকারীদের অভিনন্দন।' পাশাপাশি সৌরভ পাল বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান ডায়মন্ডহারবার ফুটবল ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সভাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ও ক্লাবের কর্তা আকাশ ব্যানার্জী সহ ক্লাবের সম্পাদক প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্যকে।

ডায়মন্ড হারবারের আই লিগ ২ ট্রফি জয়ের দিন হাজির আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভারতের পাকিস্তানে বড় আক্রমণের সম্ভাবনা, রাশিয়ার সতর্কবার্তা

মস্কো, ২৭ এপ্রিল: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রতিশোধ নিতে ভারত পাকিস্তানে বড় আকারে হামলা চালাতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করে দিল রাশিয়া। মস্কো দূতাবাস তাদের নাগরিকদের পাকিস্তান সফরে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, এবং তাদের দেশে ফিরতে বলেছে। একই সঙ্গে, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের দ্রুত অবনতির কথা উল্লেখ করেছে রাশিয়া।

ক্রেমলিনের দূতাবাস এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে এই সতর্কতা জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে; পাকিস্তান এখন নিরাপদ নয়, তাই রুশ নাগরিকদের পাকিস্তান এড়িয়ে চলা উচিত। তবে, ভারতীয় দূতাবাস এই বিষয়ে কোনো বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেনি।

কাশ্মীর হত্যাকাণ্ডে ভারতের পাশে আছি, জানালেন এফবিআই ডিরেক্টর কাশ

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলার তীব্র নিন্দা করলেন এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশের স্পষ্ট বক্তব্য, পহেলগাঁওয়ের হামলা আসলে গোটা বিশ্বকে মনে করিয়ে দেয় যে সন্ত্রাসের শয়তান কিভাবে বারবার ভয় দেখিয়ে চলেছে। পহেলগাঁও হামলার পরে ভারত সরকারের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন এফবিআই ডিরেক্টর। পুলওয়ামার পর জম্মু ও কাশ্মীরের মাটিতে সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে গত মঙ্গলবার। বিকেলে পহেলগাঁওয়ে এক রিসর্টে পর্যটকদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। রীতিমতো ধর্মীয় পরিচয় দেখে দেখে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের।

মাকে দিল্লিতে রেখেই চোখের জলে দেশছাড়া দুই পাক শিশু

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: সীমান্তে উত্তেজনার আঁচ পড়েছে মায়ের সঙ্গে ভারতে আসা দুই পাকিস্তানি শিশুর মনেও। ভিসা বাতিলের জেরে ভারতীয় পাসপোর্টধারী মাকে দিল্লিতে রেখেই কাঁদতে কাঁদতে এ দেশ ছাড়তে হল দুই পাকিস্তানি শিশুকে। ১১ বছর বয়সী জয়নব এবং ৮ বছর বয়সী জেনেশ মায়ের সঙ্গে অসুস্থ দিদিমাকে দেখতে দিল্লিতে এসেছিল। এই দুই শিশুর বাবা পাকিস্তানি। তাদের মা ভারতীয়। কিন্তু থাকেন স্বামীর বাড়িতেই। ফলে শিশু দু'টিও পাকিস্তানেরই নাগরিক। তাদের কাছে একমাসের ভিসা ছিল।

এসবের মধ্যেই গত মঙ্গলবার পহেলগাঁওতে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটে। নিহত হন ২৫ জন পর্যটক-সহ মোট ২৬ জন নিরীহ মানুষ। এরপরই ভারত, পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল করে। ২৭ এপ্রিলের মধ্যে এ দেশে আসা সকল পাকিস্তানি বৈধ ভিসাধারীদের ফিরে যেতে বলা হয়। ভারত সরকারের এই পদক্ষেপেই ঘোর বিপদে পড়ে জয়নব ও জেনেশ।

আদেশ মেনে এই দুই শিশু মাকে এ দেশে রেখেই বাধ্য হয়ে পাকিস্তানে ফিরেছে। সীমান্ত পেরনোর সময় তাদের চোখে জল, কণ্ঠস্বর বুঁজে এসেছিল। দেশে ফিরে যাওয়ার সময়, ভগ্ন হৃদয়ে ১১ বছরের জয়নব সংবাদ মাধ্যমকে বলে, 'আমার মাকে রেখে যাওয়া খুব কঠিন। আমার মন ভেঙে গিয়েছে।' জয়নব আরও বলে, 'আমি দিল্লিতে আমার দিদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কিন্তু এখন আমরা আমার মাকে ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি কারণ তার ভারতীয় পাসপোর্ট রয়েছে এবং আমরা পাকিস্তানি।'

শৌচালয়ে যেতে ৮০০ টাকা দাবি হোটেল কর্মীর!

জয়সলমীর, ২৭ এপ্রিল: রাজস্থানের খাটু শ্যাম মন্দিরে পৌঁছতেই আচমকাই অসহ্য পেট ব্যথা হওয়ায় এক মহিলাকে শৌচালয় যেতে হত। কিন্তু আশপাশে কোনও ব্যবহারযোগ্য শৌচালয় না থাকায় মন্দিরের কাছেপিঠে কোনও হোটেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। এরপরই একটি হোটেলে গিয়ে ওঠেন তাঁরা। সেখানে শৌচালয় ব্যবহারের পরিবর্তে ওই মহিলার পরিবারের থেকে ৮০০ টাকা দাবি করা হয়। মহিলার শারীরিক অবস্থা দেখেও কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি বলে হোটেলের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ মহিলার পরিবারের।

পরিবারের আরও অভিযোগ, সেই সময়ে হোটেলের দায়িত্বে থাকা কর্মীর কাছে বিল চাওয়া হলে সেটি না মিটিয়ে, একশো টাকা কম দিতে বলা হয় মহিলার পরিবারকে, এই প্রস্তাব শুনে তাঁরা রেগে লাল হয়ে যান। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেন ওই মহিলার এক আত্মীয়। ইতিমধ্যে পোস্টটি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে।

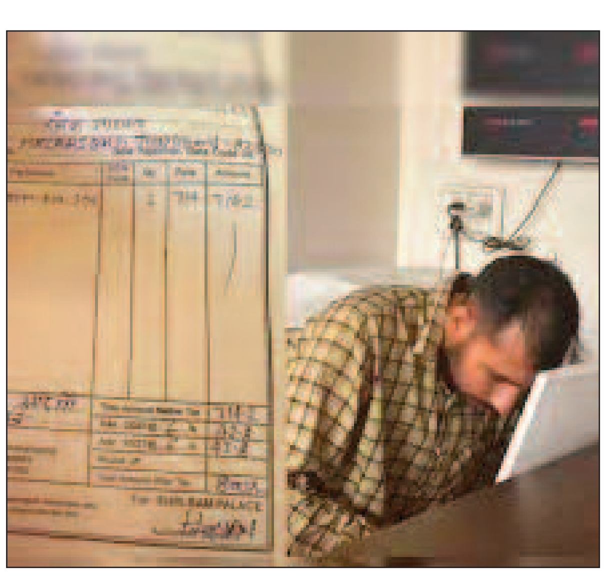

মহারাষ্ট্র-দিল্লিতে ১০ হাজার পাকিস্তানি! শাহি নির্দেশে প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল: দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ। তারপরেই প্রত্যেক রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। জানা গিয়েছে, মহারাষ্ট্রে ৫ হাজারের বেশি পাকিস্তানি বাস করেন। একই সংখ্যক পাকিস্তানি রয়েছেন রাজধানী দিল্লিতেও।

পহেলগাঁও হামলার পরই ভারত ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানিদের। এহেন পরিস্থিতিতে শুক্রবার সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নির্দেশ দিয়ে অমিত শাহ বলেন, সমস্ত পাকিস্তানিদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠান। নয়াদিল্লির তরফেঘোষণা করে দেওয়া হয়, আগামী দিনে আর কোনও পাক নাগরিক ভারতের ভিসা পাবে না। এমনকী সার্ক দেশভুক্ত দেশগুলিকে যে বিশেষ 'এসভিইএস' ভিসা দেওয়া হয় সেটাও বাতিল করা হবে।

পাক নাগরিকদের মধ্যে যারা মেডিক্যাল ভিসায় এ দেশে রয়েছেন, আগামী ২৯ এপ্রিলের মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে তাঁদেরও।

তবে প্রশ্ন উঠছে, লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানিদের কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তান থেকে বিবাহসূত্রে কেউ ভারতে এলে বিবেচনার পর প্রথমে তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য 'এলটিভি' দেওয়া হয়। এর পর থেকে এক বা দু'বছরের ভিসা দেওয়া হয়। সেই ভিসা পুনর্নবীকরণের জন্য পাক নাগরিকদের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় গোয়েন্দাদের। আবার অনেকেই বিবাহসূত্রে ভারতে আসার পর পাক পাসপোর্ট জমা দিয়ে দিয়েছেন। ফলে খাতায়-কলমে এখনও তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিক।

মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন শহরে পাঁচ হাজারের বেশি পাকিস্তানি নাগরিক রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি, ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি রয়েছেন নাগপুরে। এই পাঁচ হাজারের মধ্যে অন্তত ১ হাজার পাকিস্তানি এসেছেন স্বল্পমেয়াদি ভিসায়। বাকিরা প্রত্যেকেই লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। অন্যদিকে পাঁচ হাজার পাকিস্তানি রয়েছেন দিল্লিতেও। প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানি কি ফিরে গিয়েছেন দেশে? সময়সীমা পেরনোর পরে যাঁরা ভারতে থেকে যাবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র?

মৃত তরুণীর স্বামী পুলিশকে জানিয়েছেন, উচ্চ রক্তচাপ ছিল প্রিয়াঙ্কার। অসুস্থ ছিলেন দীর্ঘদিন ধরেই। অত্যধিক স্ট্রেস এবং হতাশায় ভুগতেন। সম্ভবত হতাশা থেকেই চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি।

তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ এপ্রিল: পহেলগাঁও আবহে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার বোমাতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণের রাজ্যে। রবিবার সকালে তিরুঅনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা রাখা রয়েছে বলে একটি হুমকি ইমেল আসে। খবর পাওয়া মাত্রই বম্ব স্কোয়াড বিমান বন্দর চত্বরে চিরুণি তল্লাশি শুরু করে। তিরুঅনন্তপুরম বিমানবন্দরের পাবলিক রিলেশন অফিসার (পিআরও) কে উদ্ধৃত করে এই খবর জানিয়েছে সংবাদসংস্থা।

শনিবার তিরুঅনন্তপুরমের একাধিক হোটেলে আইইডি বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি ইমেল আসে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই স্নিফার ডগ এবং বম্ব স্কোয়াডকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। কিন্তু একাধিক হোটেলে তল্লাশি চালিয়েও কিছুই পাওয়া যায়নি বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়। একপরই বলা হয়, শুধুমাত্র আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য এই ভুয়ো ইমেলগুলি করা হয়েছিল।

ক্যান্টনমেন্ট থানার এক আধিকারিক জানিয়েছিলেন, 'খবর পাওয়া মাত্রই হোটেলগুলিতে তল্লাশি চালানো হয়। তবে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি।' হোটেলগুলিতে আসা ইমেলগুলি কোথা থেকে এসেছে তার উৎস সন্ধানের চেষ্টা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছিল।

চলতি মাসে একই ভাবে বোমা রাখা আছে বলে ফোন এসেছিল কেরলের জেলা শাসক, কেরল হাই কোর্ট-সহ আরও বেশ কয়েকটি সরকারি দপ্তরে। এই সব ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানিয়েছিল সবই ভুয়ো। শুধুমাত্র ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্যই এই ভুয়ো ফোনগুলি করা হয়েছিল। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের আবহে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার নতুন করে তিরুঅনন্তপুরমের একাধিক হোটেল এবং তিরুঅনন্তপুরম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমা রাখার ইমেল পৌঁছল। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**